জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২ ্ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২ ্ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 20th May 1959 | ১ম সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

জঙ্গিপুর সংবাদের ষট্‌চত্বারিংশত্তম বর্ষ-প্রবেশ

—•—

আমরা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণকে কৃতজ্ঞ চিত্তে জানাইতেছি যে আজ এই ক্ষুদ্রতম সংবাদ পত্রখানি ৪৫ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া ৪৬তম বর্ষে পদার্পণ করিল। মহকুমার সংবাদ পত্রের উদ্দেশ্য ছিল দেওয়ানী আদালতের স্থাবর সম্পত্তি নিলামের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া যাহা আয় হইত তদ্দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করা। এই সব বিজ্ঞাপন বেশির ভাগই ছিল বাকী খাজনার ডিক্রীজারীর নিলাম। জমিদারী প্রথা লোপ হওয়ার পর সে আয় আর হয় না। জঙ্গিপুর সংবাদের এই ৪৫ বৎসর আয়ুর মধ্যে দুই দুইটি বিশ্ব যুদ্ধের ধাক্কা সামলাইতে হইয়াছে। মুদ্রণ কার্য্যের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির জন্য অনেককেই কাগজের বার্ষিক মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

জঙ্গিপুর সংবাদের জন্মের সময় হইতে মায় ডাক মাশুল সমেত বার্ষিক ২৲ দুই টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল। তৎপরে কাগজের আকার ক্ষুদ্রতম করিয়া সেই মূল্যই বজায় রাখা হয়। বর্ত্তমান নয়া পয়সার হিসাবে ডাক মাশুলের টিকিটের দাম বেশি হওয়ায় ২৲ দুটাকা স্থলে ২।০ দুই টাকা চারি আনা করা হইয়াছে। কাগজের দুর্ম্মূল্যতার জন্য সময় সময় গৈরিক রঙের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী জীবিত থাকা আমাদের শুভার্থিগণের কৃপা ভিন্ন অন্য কোন সম্বল নাই।

—

চতুর্দ্দিকে হাহাকার

—•—

বিদেশী শাসকগণ শোষক ছিলেন। তাঁহারা মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া কর আদায় করিতেন। আজ ১২ বৎসর স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের যে অবস্থা তাহাতে কাহার উপর দোষ দেওয়া যায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান নিষ্কাকের হইবার জন্য ছলে বলে কৌশলে হিন্দু বিতাড়ন করিতে লাগিলেন। হিন্দুরা দলে দলে রিক্ত হস্তে ভারতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা অতিরিক্ত সংখ্যায় বৃদ্ধি করিয়া ভিড় জমাইয়া খাদ্য পরিধেয়ে ভাগ বসাইতে আইন দেখাইতেছে। তাহাদের ভারত সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাধ্য নাই বটে, কোন্ উর্ব্বর মস্তিষ্ক এমন এমন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল, সরকারের খাসের প্রজারাও উত্যক্ত হইতে হইতে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। ডেলীপ্যাসেঞ্জারী করিয়া ৫০ মাইল দূর হইতে কলিকাতায় অফিস করিতে আসিতেছে। ১০।১২ মাইল থাকিতেই ট্রেণ থামিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিল রেল লাইনে সারিবন্দী হইয়া বসিয়া ট্রেণ চলা বন্ধ করিয়াছে। ট্রেণে যারা চাকরী করার জন্য যাত্রী সাজিয়াছেন, তারাও উদ্বাস্তুদের চেয়ে কম দুঃখী নয়। দিন আনে দিন খায়—এদের সংখ্যাই বেশি। মফঃস্বল হইতে চিকিৎসার জন্যে পীড়িত ব্যক্তি ট্রেণে আসিতেছে কলিকাতা। ট্রেণ বন্ধ ৮ ঘণ্টা, বেচারা রোগী ১০ টায় চিকিৎসালয়ে ভর্ত্তি হইত। জলটুকু পাইবার উপায় নাই এমন স্থানে ট্রেণ আটক করেছে। ছেলের পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। গরীব সন্তান ডেলী প্যাসেঞ্জারী করে পড়ে। সেদিন পরীক্ষা দিতে পারিল না। এক বৎসর কর্ম্মভোগ ভুগুক এই ট্রেণ আটকানর জন্য। যেখানে উদ্বাস্তুর উৎপাত নাই দীন দরিদ্র গ্রামবাসী সামান্য খাদ্য দিয়ে উদর পূরে জল খেয়ে দিনপাত করে। গ্রামে এক বিন্দু পানীয় জল নাই, দু মাইল কলসী কাঁকে নিয়ে মা ভগ্নীরা দূর নদী বা দিঘী হতে জল এনে পিপাসায় গলা ভিজায়। ধন ধান্য কিছু আছে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই, এই বুঝি চোর ডাকাতের পায়ের শব্দ। যদি দূর মাঠে বিয়ের রোসনাই নজর হয় গ্রামবাসী তৈরী হয় লাঠি সড়কী নিয়ে ডাকাত আসছে বলে চারিদিকে আতঙ্ক। রোগ হলে চিকিৎসা করার সামর্থ্য নাই। উপায় কেবল মরণের জন্য অপেক্ষা করা। দেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্বাস্তুর ঠেলা সামলান দায়।

—

বোঝার উপর বোঝা

তিব্বতের হাঙ্গামা বাধলো চীনে তিব্বতে গণ্ডগোল ভারত অতিথি সৎকার ধর্ম্ম বজায় রাখতে কি মুস্কিলে পড়েছে। তার জন্যে চীনারা বলে যে ভারত অপরাধী। চীনার বন্ধুত্ব রাখতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। না খেয়ে থাকলেও চারিদিকে মুস্কিল।

—

প্রকৃতির খেয়াল

৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার জঙ্গিপুরের মহকুমা পাবলিসিটী অফিসার স্থানীয় বাজার হইতে একটী পাকা পেঁপে কিনিয়া আনেন। কাটিবার সময় দেখা যায় বীচির পরিবর্ত্তে উহার মধ্যে একটী ছোট পেঁপে আছে। তিনি পেঁপেটী "জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়ে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। ইহা প্রকৃতির খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নহে।

—

মর্ম্মান্তিক মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় মোক্তার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ বৈদ্যুতিক ট্রেণের লাইনে কাজ করার সময় তড়িতাহত হইয়া মারা গিয়াছে। এই আকস্মিক পুত্রশোকে পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। শ্রীমানের অল্প বয়স্কা স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতেছে। ভগবান এই নিদারুণ শোকে শান্তি দান করুন ইহাই প্রার্থনা। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

—

আমার ঘর আমার সংসার

নিজের মনোমত ঘর-সংসার করতে না পারলে ভালো লাগে না। প্রয়োজন হ'লে যাঁরা অনেক জানেন শোনেন তাঁদের পরামর্শ উপদেশ নেব বৈকি, কিন্তু সেগুলি শুনে, বুঝে, ভাল মনে হ'লে তবেই তা গ্রহণ করব। আমাদের গাঁয়ের বেলাও ঠিক তাই। কি করলে গাঁয়ের মঙ্গল হবে, কোন ডোবাটা পরিষ্কার করতে হবে, কোনটা বুজিয়ে দিতে হবে, কোনখানে টিউবওয়েল বসালে ভালো হবে, কোথায় হাসপাতালের বেশি প্রয়োজন, কোনখান দিয়ে নালা কাটতে হবে, কোন রাস্তাটার এখনই মেরামত প্রয়োজন, কোনখানে গোরু-ছাগল চরবে, কোথায় স্কুল খোলা হবে, এসব আমরা নিজেরা যত ভালো বুঝব তেমনটি অন্যে পারবে কেমন করে?

গ্রামের কল্যাণসাধনে প্রত্যেক গ্রামবাসী যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়ত-প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত করা হচ্ছে। গ্রামের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীকে নিয়ে গ্রামসভা। প্রত্যেক গ্রামসভা নিজেদের মধ্যে থেকে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্যকে ব্যালট প্রথায় নির্বাচিত করে গ্রাম-পঞ্চায়ত গঠিত করবেন। এর সদস্য সংখ্যা নয় জনের কম বা পনর জনের বেশি হতে পারবে না। গ্রামসভা বছরে অন্ততঃ দুবার বসবে এবং এর কাজ হবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের আয়-ব্যয় হিসাব পরীক্ষা ও বিবেচনা করা, গ্রামের যে সব কাজ করা হয়েছে বা হয়নি, এবং সেগুলি করা হবে, না হবেনা, তা আলোচনা করে গ্রাম-পঞ্চায়তকে আবশ্যকমত নির্দেশ দেওয়া।

এক একটি অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রাম-পঞ্চায়ত আবার গ্রামসভার প্রতি ২৫০ জনে একজন এই অনুপাতে নিজেদের মধ্যে থেকে সদস্য নির্বাচিত করে অঞ্চল-পঞ্চায়ত গঠিত করবেন।

এই অঞ্চল-পঞ্চায়ত নিজ এলাকার সমস্ত গ্রামগুলির কাজ চালাবার জন্য আইনমতে আদায়যোগ্য কর ট্যাক্স ইত্যাদি আরোপণ, নিরূপণ ও সংগ্রহ করতে পারবেন এবং পঞ্চায়তের কাজে সাহায্য করবেন। প্রত্যেক অঞ্চল-পঞ্চায়ত নিজ এলাকাধীন গ্রামসভার সদস্যদের মধ্যে থেকে পাঁচজনকে নির্বাচিত করে ন্যায়-পঞ্চায়ত গঠন করবেন। এই ন্যায়-পঞ্চায়ত কতকগুলি নির্দিষ্ট ধরণের দেওয়ানী মামলা বিচার করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ-পঞ্চায়ত-আইন এবং পঞ্চায়ত সংক্রান্ত পুস্তিকা পাঠ করলে এ বিষয় ভালোকরে জানা যাবে। আশা করা যায় যে প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করবেন এবং নিজ বিচারে উপযুক্ত ব্যক্তিদেরই ভোট দিয়ে গ্রাম-পঞ্চায়ত গঠন করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

WBF-IP-58

এপ্রিলের দ্বিতীয় পক্ষে জঙ্গীপুর মহকুমার রিলিফ

টি আর—দশটি বিভিন্ন স্কীমে মোট ১৫৬০৯ জনের মধ্যে ৮৮৮ মণ ৩৩ সের ১০ ছটাক গম বিতরণ হয়।

জি আর—২৭৭২ জন লোকের মধ্যে ৩৫১২৲ টাকা এবং ৯৮ মণ ৩৪ সের গম বিতরণ হয়।

—মহকুমা প্রচার সংস্থা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই জুন ১৯৫৯

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১৫৭ খাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং তারাপদ রায় দাবি ১২৩৭ টাঃ ৬২ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশীপুর ৬-৬৪ শতকের কাত ১৫।৶/১১ মধ্যে দেন্দারের ৩-২৩ শতকের হারাহারী মতে ৭॥০ আঃ ৪০০৲ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৬-৪২ শতকের কাত ১৯৶/৮ মধ্যে দেন্দারের ৩-১০ শতকের হারাহারী মতে ৯।০ আঃ ৩০০৲ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট থানা ঐ মৌজে নশীপুর ও কুতুবপুর ২-৪৪ শতকের কাত ৯॥৶/২ মধ্যে দেন্দারের ১-২২ শতকের হারাহারী মতে ৪৸/৬ আঃ ১০০৲ ঐ স্বত্ব ৪নং লাট থানা ঐ মৌজে পিয়ারাপুর ২-৬২ শতকের কাত ৪৵৬ মধ্যে দেন্দারের ৮৫ শতকের হারাহারী মতে ১॥/০ আঃ ১০০৲ ঐ স্বত্ব

২১০ খাং ডিঃ সহস্রাংশুকান্ত আচার্য্য বাহাদুর দিং দেং বিবি ইমামন নেসা দিং দাবি ৫৯ টাকা ১৬ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে ১৩নং রতনপুর ১১॥১০ জমির কাত ৮।৶৯ আঃ ২৫৲

১৩২ খাং ডিঃ ট্রাষ্টি গণেশচন্দ্র খাঁ দিং দেং রমণীরঞ্জন দাস দিং দাবি ৪৫৲ থানা সুতী মৌজে হিলোড়া ১-২৪ শতকের কাত ৯৸/৫ আঃ ২০৲ খং ২৬৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৪ খাং ডিঃ মনোহরদাস মহান্ত দেং লোকমান বিশ্বাস দিং দাবি ৫৭ টাঃ ৪৪ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিয়ারাপুর ৯৭ শতকের কাত ৪৲১১ মধ্যে দেন্দারের ⅓ অংশে ৩২ শতকের হারাহারী খাজনা ১।/৬ আঃ ১৫৲ খং ১৭৭

৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫৭ টাকা ৬ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৪৯৭ শতকের কাত ৬।৶৩ মধ্যে দেন্দারের ⅓ অংশে ১৬৬ শতকের হারাহারী খাজনা ২৶/৬ আঃ ১৫৲ খং ৮২

৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৩ টাকা ৬৫ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৭১ শতকের কাত ৩।১০ মধ্যে দেন্দারের ⅓ অংশে ২৪ শতকের হারাহারী খাজনা ১/৬ আঃ ১০৲ খং ৮৪

৭ খাং ডিঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং মহাম্মদ সামাউন দাবি ৩৩ টাকা ৯৩ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী ৫-১৮ শতকের কাত ১৬॥/৩ আঃ ২০৲ খং ২০২

৮ খাং ডিঃ ঐ দেং শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দাবি ২৯ টাকা ১৩ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ২০২ শতকের কাত ৯৶৯ আঃ ২০৲ খং ২২৮।২২৯

২০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫ টাকা ১৩ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১২৩ শতকের কাত ৩৶৪ আঃ ৫৲ খং ২২৬

২১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮ টাকা ৪৫ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৩৬০ শতকের কাত ৫/১০ আঃ ১০৲ খং ১৫৬৫।১৫৬৬

২৩ খাং ডিঃ ঐ দেং কমলাপতি চক্রবর্ত্তী দিং দাবি ৩৬ টাকা ৬৭ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাইন্ধ্যা ২৩৪ শতকের কাত ১৫॥৶২॥০ আঃ ২৫৲ খং ২৪৫

২৪ খাং ডিঃ ঐ দেং কালীপদ সাহা দাবি ২০ টাকা ৫৩ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে কালীনগর ৭৯ শতকের কাত ৬।/০ আঃ ৫৲ খং ৫৭

১২ মনি ডিঃ আনন্দময় রায় দিং দেং রাধারমণ রায় দিং দাবি ৬৯ টাকা ৪৯ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ২৬০ শতকের কাত ৬।৶৬ তন্মধ্যে ১৩৪ শতকের কাত ৩৶৯ আঃ ৫০৲

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই জুন ১৯৫৯

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

১৩৯ খাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং রূপলাল মণ্ডল দিং দাবি ২৭২ টাকা ৬২ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে খাপড়া ৩২/৩৷০ জমির কাত ৪৯৶৯ আঃ ১০০৲

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৩ খাং ডিঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় দেং বনমালী সরকার দিং দাবি ৪২ টাকা ১৯ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে পরাণপাড়া সামিল পারদিয়ারা ৫৮ শতকের কাত ৭।/০ আঃ ১০৲ খং ৩৪৬

৪ খাং ডিঃ ঐ দেং রাখাল মণ্ডল দিং দাবি ২৩ টাকা ৮৬ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে পরাণপাড়া সামিল কানাইটোলা ৩৯ শতকের কাত ৪।৶০ আঃ ৫৲ খং ৮৭৪

১০ খাং ডিঃ কামেশ্বরনাথ লালা দেং আলতাপ হোসেন নাঃ পক্ষে অলিমাতা লালবান বিবি দাবি ১৪ টাকা ২২ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে খৈরটি ৬১ শতকের কাত ২/৯ পাই আঃ ৫৲ খং ৩৮

৮ খাং ডিঃ ঐ দেং রহিম সেখ দিং দাবি ৬৪৲ মৌজাদি ঐ ১-৯১ শতকের কাত ৫।৩॥০ মণ চাউল আঃ ২৫৲ খং ৬৭৪

১১ খাং ডিঃ ঐ দেং নাদেরবক্স সেখ দাবি ১৩ টাকা ৮৮ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে বন্দেশ্বর ১-২০ শতকের কাত ৪/১০ পাই আঃ ৫৲ খং ২৮১

তুলসীবিহার মেলা

জঙ্গিপুরের শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনবিহারী দেবঠাকুর, অন্যান্য বিগ্রহাদি ও বালিঘাটার শ্রীশ্রী৺শ্যামরায় দেব ঠাকুরকে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে আনয়ন করা হইয়াছিল। এই পল্লীর জনসাধারণ ও যুবসঙ্ঘ ব্যায়াম মন্দিরের সভ্যগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে বিগ্রহাদির পূজা ও সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

ডাঃ শ্রীমুরারিমোহন সরকার, শ্রীতারাপদ সেন, শ্রীকিশোরীমোহন বড়াল, শ্রীরামাপদ চন্দ্র, শ্রীসূর্য্য-নারায়ণ ঘোষাল, শ্রীকানাইলাল দত্ত প্রভৃতি জনগণ দেব সেবার সকল ব্যয় বহন করেন। মেলায় বিখ্যাত গায়ক শ্রীদুঃখভঞ্জন সান্যাল মহাশয়ের কীর্ত্তন গান ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। মেলা ক্ষেত্রের অধিকাংশ দোকানেই বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হইয়াছিল। অগ্নি-ফৌজ দল ও যুবসঙ্ঘ ব্যায়াম মন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকগণ মেলায় শৃঙ্খলা রক্ষা করেন।

রেডক্রসের শত-বার্ষিক উৎসব

গত ৮ই মে, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার রেডক্রস অফিসে জেলাশাসক শ্রী ভি, এস, সি বোনার্জি মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে রেডক্রস শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাসকের পত্নী শ্রীযুক্তা বোনার্জি রেডক্রসের প্রবর্ত্তক হেনরী ডুনান্টের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং শতদীপ প্রজ্জলিত করিয়া এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। সভার প্রথমে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রেরিত বাণী পঠিত হয়। জেলা রেডক্রস সম্পাদক শ্রীশশাঙ্কভূষণ চৌধুরী জেলায় উক্ত সমিতির ক্রমোন্নতি ও কার্য্যধারার বিবরণী পাঠ করেন এবং রেডক্রস আন্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভাষণ দান করেন সমাচার সম্পাদক শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত বোনার্জি সকলকে রেডক্রস আন্দোলনকে অধিকতর সার্থক করিয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া বক্তৃতা দান করেন।

—'আমাদের পত্রিকা'

তালিবপুর খাল

গত ১৫ই মে, কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর (ইষ্টার্ণ রেঞ্জ) ফরাক্কা থানার স্থানীয় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার তালিবপুর জল নিষ্কাশন খালটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এই খাল খনন কার্য্যে জনসাধারণের প্রভূত সহযোগিতা পাওয়া যাওয়ায় তিনি সবাইকে উৎসাহিত করেন এবং বলেন যে এই অঞ্চলের এই প্রকার আরও কয়েকটি পরিকল্পনা বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন আছে এবং আরও কয়েকটির জন্য তিনি আবেদন জানান। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় তাঁহাদের সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার প্রয়োগ করিয়া অধিক ফসল ফলাইবার উপদেশ দেন। এই উপলক্ষে, উপকৃত গ্রামবাসী কমিটির সম্পাদক শ্রীসোরাব আলি চৌধুরী ছয় জন সদস্যকে তাহাদের অকুণ্ঠ পরিশ্রমের জন্য রৌপ্যপদক উপহার দেন। উক্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীহাজি আবদুল মজিদ সরকারের এই প্রকার কল্যাণমূলক পরিকল্পনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে তালিবপুর খালের উপকৃত অংশ ৩০০ একর। ইহাতে প্রায় ১৮০০০৲ টাকা মূল্যের ৬৬ টন অধিক খাদ্য ফলিবে।

—মহকুমা প্রচার সংস্থা

বিধান সভার স্পীকারের পদত্যাগ

শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার পদে ইস্তফা দিয়াছেন। শ্রী ব্যানার্জি জানান, ইস্তফার কারণ "নিতান্তই ব্যক্তিগত, কোন রাজনৈতিক কারণ নহে।" কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি পুনরায় প্র্যাকটিস করিতে চাহেন। শ্রী ব্যানার্জি ১৯৫৭ সালের ৪ঠা জুন দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর স্পীকার পদে নির্বাচিত হন। সংবিধান অনুযায়ী শ্রী ব্যানার্জি তাঁহার পদত্যাগপত্র ডেপুটি স্পীকার শ্রীআশুতোষ মল্লিকের নিকট পেশ করিয়াছেন। উহা ঐ দিন (১৫ই মে) হইতে কার্যকরী হইয়াছে।

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ

ভারত-সরকারের নিযুক্ত মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সংস্থার প্রদত্ত সুবিধা ধীবরেরা যাতে গ্রহণ করে সে বিষয়ে তাদের উপদেশ দিতে ব্লক পর্য্যায়ে সম্প্রসারণ এজেন্সিকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য সমষ্টি-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী রাজ্যসরকারগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছেন। একদিকে বিভিন্ন গবেষণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এবং আর একদিকে বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগ, ধীবর ও মৎস্যচাষ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে এ পর্য্যন্ত নয়টি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। তার একটি কেন্দ্র কলিকাতায় আছে। এই সকল কেন্দ্রে মৎস্যচাষের উন্নত পদ্ধতি, মৎস্যচাষ সংক্রান্ত মানচিত্র দেখানো হয়। এখানে নির্বাচিত ব্লকের কর্মচারীদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিভিন্ন জেলায় সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েসন অভিজ্ঞ সাঁতারু রাজারাম সাউকে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সন্তরণ শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি মেদিনীপুরে ১৫ই মে হইতে ১৩ই জুন, বর্দ্ধমানে ১৫ই জুন হইতে ১৩ই জুলাই, হুগলীতে ১৫ই জুলাই হইতে ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এবং ইহার পর বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহারে শিক্ষা দিবেন।

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।